বিশেষ সংখ্যা

পথের পাঁচালী

সফলতার ১০ বছর

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

পর্যেষণা

সফলতার ১০ বছর

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

পর্যেষণা

প্রকাশনা ও স্বত্ব
ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
আইএনএম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি-৩০, রাস্তা-৩, ব্লক-সি, মনসুরাবাদ আ/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
+৮৮-০২-৮১৮১০৬৬ (আগারগাঁও), +৮৮-০২-৮১৯০৩৬৪ (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)
+৮৮-০২-৮১৫২৭৯৬ (ফ্যাক্স)
info@inm.org.bd www.inm.org.bd
Institute for Inclusive Finance and Development -InM
InM Bangladesh

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

উপদেশক
মোস্তফা কে মুজেরী

সংকলন এবং সম্পাদনা
সিফাত ই আযম

প্রচ্ছদ, নকশা এবং চিত্রণ
জাবির আল সিরাজী



সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা	০২
ফিরে দেখা : আইএনএম-এর দশ বছর	০৫
ক্ষুদ্র-উদ্যোগ (এমই) ঋণদান : এমএফআই-এর ভূমিকা মূল্যায়ন	১০
ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা	১৪
আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ	১৬
ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা	১৮
ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থায়িত্ব এবং আর্থিক সক্ষমতা	১৮
বাংলাদেশের জিডিপিতে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের অবদান	১৯
বাংলাদেশের চর ও হাওড় এলাকার আর্থিক সেবার ধরন	১৯
আইএনএম-এর নতুন কার্যক্রম	২০
আইএনএম এবং জাইকা-এর যৌথ গবেষণা কার্যক্রম	২০
জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় আইএনএম-এর এক দশক	২১
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নের ১০ বছর	২৩
আইএনএম-এর ক্ষুদ্রঅর্থায়ন শিক্ষা	২৫
আইএনএম-এর প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা	২৬

প্রারম্ভিকা

২০০৬ সালে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এবং ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)-এর যাত্রা শুরু হয় ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স নামে। দেখতে দেখতে এই প্রতিষ্ঠান ১০ বছরে পদার্পণ করল। শুরু থেকেই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য এই প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজ করে আসছে। আইএনএম-কে একটি টেকসই এবং সার্থক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার জন্য ২০১৩ সাল থেকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। এই লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আইএনএম-এর কাঠামোগত ও লক্ষ্যগত পরিবর্তনসহ গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান-ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই বছরের শুরু থেকেই গতানুগতিকতা থেকে বের হয়ে বিভিন্ন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে, বিগত বছরগুলোতে আইএনএম-এর যথেষ্ট প্রাপ্তি ঘটেছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে আইএনএম-এর টেকসই অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে আরো কাজ করে যেতে হবে।

গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে সহায়তা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই খাতে মানব দক্ষতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে দশ বছর আগে আইএনএম-এর যাত্রা শুরু হয়। যেহেতু তখন ক্ষুদ্রঋণ ছিল পিকেএসএফ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে প্রচলিত ব্যবস্থা, তাই ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যগুলো সেই আঙ্গিকে নির্ধারণ করা হয়। শুরুতে আইএনএম শুধু ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত গবেষণায় মনোনিবেশ করে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতো। কিন্তু বর্তমানে প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এখন শুধু মাত্র ঋণ বিতরণে সীমাবদ্ধ না থেকে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ তথা অর্থায়ন একটি অনুষঙ্গ। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থ ব্যবস্থা (inclusive finance), উন্নয়ন (development), উদ্যোগ উন্নয়ন (enterprise development) এবং সুষম ক্রমোন্নতি (equitable development) সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আইএনএম, তার গবেষণা পরিধি বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যেই গতানুগতিক গবেষণা বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় যেমন- সমন্বিত উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্ত অর্থ ব্যবস্থা, সুষম ক্রমোন্নতি, ক্ষুদ্রঋণের ঝুঁকি, নাজুকতা ও ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করেছে। পূর্বে আইএনএম সেবা প্রদান মডেলের আওতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করতো যার কারণে এর নিজস্ব দক্ষতা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি বলে আমি মনে করি। বর্তমানে নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা হয়েছে। এসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে আইএনএম-কে একটি টেকসই ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় আইএনএম, জাপানের 'ইন্সটিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিস (আইজিইএস)'-এর সাথে যৌথভাবে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও এর মোকাবেলায় ক্ষুদ্রঋণ-এর ভূমিকা" সংক্রান্ত গবেষণা শুরু করেছে।

প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আইএনএম-এর গতানুগতিক কর্মসূচীর সাথে সাথে এর প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানোর জন্য ২০১৩ সালের জুন মাসে "Strategic Priorities for InM Training" গৃহীত হয় যার ফলে আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএনএম নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সাথে সাথে পিকেএসএফ এবং এমআরএ-এর সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা শুরু করেছে। আইএনএম দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রেনিং এক্সপার্ট কমিটি গঠন করেছে যেখানে গ্রামীণ ব্যাংক, পিকেএসএফ, ব্র্যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রশিক্ষণের নানাবিধ কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করেছেন।

ক্ষুদ্রঋণ থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্বলিত অতি-দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম এবং কৃষিঋণ ও মৌসুমী ঋণ ইত্যাদি বিভিন্ন কৌশল গৃহীত হচ্ছে। প্রসঙ্গত এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে পিকেএসএফ। এখাতে মানব

দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন এখন অগ্রগণ্য। আমি আশা করি আইএনএম তার প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এরই লক্ষ্যে ২০১৩ সালে আইএনএম-এর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এবং অর্জন হলো আইএনএম-এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এটি ঢাকার মনসুরাবাদ আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ছয় তলা বিশিষ্ট এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন ব্যবস্থাসহ তিনটি প্রশিক্ষণ কক্ষে একসঙ্গে তিন ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব। উক্ত কেন্দ্র থেকে নিজস্ব প্রশিক্ষকের দ্বারা ২০১৩-এর নভেম্বর মাস থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়েছে। নানাবিধ আধুনিক সুব্যবস্থাসহ এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আইএনএম-এর কার্যক্রম পরিকল্পনায় ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অভিমত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। এই প্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন উপযুক্ত অর্থায়নে মনোযোগ দিচ্ছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে দশলাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে। এদের সঙ্গে সকল আলোচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য গ্রামীণ অর্থনীতি ও দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট গবেষণার জটিল বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখা এবং সেই সাথে আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ মডিউল ও ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করা। আলোচনায় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এক্ষেত্রে আইএনএম এডভোকেসির মাধ্যমে কী ভূমিকা রাখতে পারে এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসমূহ নেয়া যেতে পারে তা আলোচিত হয়।

দেখা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সনদ যথা সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্সের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আইএনএম-এর শিক্ষা বিভাগের কাজকে বিস্তৃত করে সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করা হয়েছে, যেখান থেকে ইতোমধ্যে ১৫০-এর উপর ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। আইএনএম আশা করে যে এসকল সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা কোর্স সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

আইএনএম তার গবেষণার পরিধি বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যেই গতানুগতিক গবেষণা বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা হাতে নিয়েছে। বিশেষভাবে ২০১৬ সালের নতুন গবেষণার একটি বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই যার অধীনে আইএনএম ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা সংক্রান্ত জটিলতাসমূহ পর্যালোচনা করছে। এই গবেষণাটি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকগুলোর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে এবং তাদের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে উন্নয়ন-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। আরেকটি উদাহরণ হল 'InM's Deepening Knowledge on Inclusive Finance in Bangladesh Programme' এর আওতায় গবেষণা ও ডাটাবেস গঠনসহ বেশ কিছু কার্যাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলো নিঃসন্দেহে আইএনএম-কে নতুন উচ্চতায় ও স্থানে নিয়ে যাবে বলে আমি আশা করি।

আইএনএম অন্তর্ভুক্ত অর্থব্যবস্থা, উন্নয়ন এবং সুষম ক্রমোন্নতি বিষয়ক গবেষণার সাথে সাথে নীতিনির্ধারণী ও কৌশলগত অন্যান্য গবেষণা যেমন- সংশ্লিষ্ট ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য-কৌশলাদি ও ঋণের পোর্টফোলিও ও ঋণগ্রহণকারীদের ঋণগ্রস্ততা (indebtedness), শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং উদ্যোগ উন্নয়ন (enterprise development), ইত্যাদি গবেষণা এই সেক্টরে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে বলে আশা করি। অবশ্য ইতোমধ্যেই আইএনএম বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছে এবং এইসব গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণকারী (policymakers)-দের জন্য নীতি-নির্ধারণমূলক প্রকাশনা যেমন পলিসি ব্রীফ তৈরি করা হচ্ছে।

এর কাজের বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইএনএম-এর দর্শন ও নাম পরিবর্তনের বিষয়টি আমি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি। নতুন নাম 'ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ১ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইনস্টিটিউটের কাঠামোগত ও লক্ষ্যগত পরিবর্তনসহ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই বিভিন্ন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানটির গঠিত হওয়ার ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই, সব দিক থেকেই ২০১৬ সালকে আইএনএম-এর জন্য একটি অনন্য বছর হিসেবে গণ্য করা যায়।

দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আলোকে নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে আইএনএম-এর দর্শন, কার্যক্রম, দৃষ্টিভঙ্গিসহ সবকিছুরই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত ছাড়াও সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিস্তৃত হয়েছে এবং একটি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আইএনএম-এর বর্তমান দর্শন টেকসই উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ও আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান। এই একটি বছরে আইএনএম তার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে যার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও আশাবাদী।

এছাড়াও, আইএনএম-এর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রচারের জন্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক কার্যক্রমের প্রকাশনা হিসেবে 'InM Insights' প্রকাশিত হচ্ছে। এই নিউজলেটার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংক্ষিপ্ত ভাবে সহজ ভাষায় তুলে ধরছে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও নতুন গতি ও আশার সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষা শাখার অধীনে পরিচালিত ক্ষুদ্রঅর্থায়নে আইএনএম-এর ডিপ্লোমা কোর্স 'InM Diploma in Microfinance'-এর ৬ষ্ঠ ব্যাচের শেষ পর্বের কার্যক্রম চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষা শাখার অধীনে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে আইএনএম 'Masters in Inclusive Finance and Entrepreneurship' শীর্ষক স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করবে। বলাবাহুল্য, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এধরনের একটি কোর্স এখন খুবই প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী।

আইএনএম-এর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাধারণ ও পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের- যারা ধারাবাহিকভাবে আইএনএম-এর সকল কর্মকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। আমি প্রসপার এবং ডিএফআইডি'র সহযোগিতার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। আইএনএম-এর উন্নয়নে তাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আইএনএম-এর উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর অব্যাহত অংশীদারিত্ব। এজন্য আইএনএম, পিকেএসএফ-এর কাছে কৃতজ্ঞ। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে আইএনএম-এর অগ্রগতি ও উন্নতি ত্বরান্বিত হবে- আমি দৃঢ়ভাবে এই আশা করি।

নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে মুজেরী অঙ্গীকার সহকারে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তার প্রতি ধন্যবাদ রইলো। পরিশেষে আমি বলবো, আসুন আমরা সকলে মিলে আইএনএম-কে একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ করি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আইএনএম গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি

ফিরে দেখা : আইএনএম-এর দশ বছর

আইএনএম-এর পথ চলা শুরু ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। শুরুতে এর উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা, জ্ঞানব্যবস্থাপনা, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থা (এমএফআই) গুলোর বিকাশে সহায়তা করা। তবে সময়ের বিবর্তনে এর কার্যক্রম শুধু মাত্র ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমেই তা বিস্তৃত হয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থব্যবস্থা, উন্নয়ন, সুষম ক্রমোন্নতি বিষয়ক গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সাথে নীতিনির্ধারণী ও কৌশলগত নানামুখী গবেষণার ক্ষেত্রে। একই সাথে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকৌশলাদি ও ক্ষুদ্রঋণের পোর্টফোলিও, নারীর ক্ষমতায়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন, ক্ষুদ্রবীমা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা ধরনের বিষয়াদি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্থান করে নিয়েছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, কারণ আইএনএম-এর লক্ষ্য তো সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, যা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি বা কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। দরকার একটি সমন্বিত কার্যক্রমের যেখানে সকলের অংশগ্রহণে এগিয়ে চলা হবে অর্থবহ ও গ্রহণীয়।

আইএনএম-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রাণ হলো গবেষণা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ ইনস্টিটিউট শুধুমাত্র জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ১০ বছরে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগ প্রায় ৬০ টি গবেষণা কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। দশটির মতো গবেষণা বর্তমানে চলমান আছে। নতুন আঙ্গিকে ইন্সটিটিউট-এর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গবেষণা বিভাগ চারটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ২০১৬ সালে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে "বাংলাদেশের এমএফআই-এর কর্মক্ষেত্রের প্রয়োগিক বাঁধাসমূহ" শীর্ষক গবেষণা, যার আওতায় নানা ধরনের ছোট ছোট গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। এটা এমএফআই- খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে আরও পেশাদারিত্ব দিতে পারবে, যা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে মত বিনিময় করে এ সকল বিষয় নির্বাচন করা হচ্ছে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এ থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারে।

আইএনএম-এর গবেষণা কার্যক্রমের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ। বাংলাদেশের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মঙ্গা নিরসন প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ আইএনএম গবেষণার একটা বড় অর্জন। প্রভাব বিশ্লেষণ প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে পিকেএসএফ-এর 'সংযোগ' প্রকল্পের কারণে মঙ্গা পীড়িত অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা বিগত আট বছরে অনেকটাই বেড়েছে। ২০০৮ সালে যেখানে মাত্র ১৮ শতাংশ পরিবার তিনবেলা খাদ্য সংস্থান করতে পারতো, ২০১৫ সালে প্রকল্পের আওতায় তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৬১ শতাংশে। শুধু তাই নয়, আকস্মিক দুর্যোগ, হঠাৎ প্লাবন বা অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের মানুষ ও তাদের পরিবারকে আগের মত বিপর্যস্ত বা নিঃস্ব করতে পারে না।

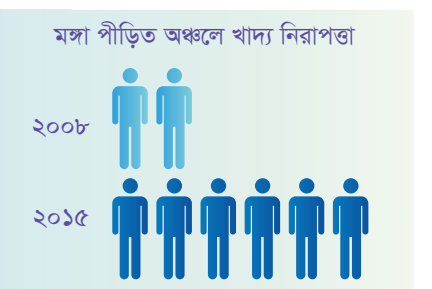

এই গবেষণা থেকে আরও দেখা যায় যে 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্লাস' প্রকল্পের সাথে যে সকল পরিবার জড়িত ছিলেন তাদের আয় অন্যান্য পরিবারের তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে। পরিসংখ্যানিক হিসেবে এদের বার্ষিক আয় গড়ে ১১,০০০ টাকার মতো বেড়েছে। শুধু মাত্র খাদ্য সংকট দূরীকরণে নয়, সার্বিক উন্নয়ন যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য সম্পদ, আসবাবপত্র ক্রয় সকল ক্ষেত্রেই পরিবারগুলো দ্রুততার সাথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

যদি 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের কথা বলতে হয় তাহলে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো মানব মর্যাদাবৃদ্ধিতে এর ভূমিকা। গবেষণা থেকে দেখা যায়, সমৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ৯৯ শতাংশ পরিবারের সদস্যসমূহ কোন না কোন স্বাস্থ্য সেবার আওতাভুক্ত। এছাড়া শুধু মাত্র আর্থিক নয়, 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতাভুক্ত পরিবারগুলো সামাজিক ভাবেও এগিয়ে

যেতে সক্ষম হয়েছে। পরিবারের শিশুরা প্রাতিষ্ঠানিক মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ে না। এছাড়া প্রকল্প স্থানে স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পরিবারগুলো এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে।

এটা কারোরই অজানা নয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলো (microenterprise -ME) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা দেখা যায় উদ্যোগগুলো স্ব-নিয়োজিত এবং মজুরিভিত্তিক উভয়প্রকার কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে; এবং প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করে সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং পণ্য ও কাঁচামালের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে। ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো গতিশীল ও নমনীয়, এবং দ্রুত বাজারের চাহিদা এবং যোগান পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বস্তুত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য ও গতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে এমইগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে কাজ করে এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক জরিপ-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক স্থাপনার মধ্যে মাইক্রো ও কটেজ উদ্যোগ (এমসিই) হচ্ছে প্রায় ৮৯ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক স্থাপনার সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন। এমসিইগুলোতে গড় কর্মসংস্থান স্থাপনা প্রতি ১.৯৮ জন। যার অর্থ এমসিইগুলো মোট ১৩.৭৩ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে যা সকল উদ্যোগের মোট কর্মসংস্থানের ৫৬ শতাংশ। এই উদ্যোগগুলোর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং বাংলাদেশে সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের অন্যতম বাহক হতে পারে এই প্রতিষ্ঠানগুলো। বর্তমানে এমসিইগুলো গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং এর আধুনিকায়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এই সম্ভাবনাগুলোর সঠিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলোঃ এমসিইগুলো কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি গ্রহণ করা উচিত। এ বিষয়ে ২০১৬ সালে পরিচালিত আইএনএম-এর একটি গবেষণায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে।

গবেষণায় এমইগুলোর আর্থিক এবং পুঁজি কাঠামো বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ্যতার ক্ষেত্রে তারা কী ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হয় তা শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমান এমই ঋণের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং এমইগুলোর বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ্যতা কীভাবে বাড়ানো যায় এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে। এমই অর্থায়নে ব্যাংক এবং এমএফআই-দের ভূমিকা কী হতে পারে তাও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে গবেষণায়।

এই গবেষণায় দুই ধরনের কৌশলের প্রস্তাব করা হয়েছে : এমই ঋণের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি এবং এমইদের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি। তবে নীতিমালাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, পিকেএসএফ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয় এবং একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে এক অংশের ব্যবস্থাপনা ও ঋণ প্রক্রিয়া অপর অংশের এবং সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে। এজন্য প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে এমই অর্থায়নে সমন্বিত নীতি কৌশল গ্রহণ করতে হবে যাতে কৌশলগুলো পারস্পরিক সহায়ক হতে পারে।

আইএনএম ২০১৩ সালে "ক্ষুদ্রঋণ ও উন্নয়ন" বিষয়ক একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য গবেষণা হতে প্রাপ্ত নীতি-নির্ধারণমূলক গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট সকলের সামনে তুলে ধরা। ৩৫০ জনের অধিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতিমান গবেষক, নীতি

নির্ধারক ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ভবিষ্যত দিকনির্দেশনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ এই সম্মেলন বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ খাতকে সার্বিকভাবে গতিশীল করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করেছে। এ কথা সবারই জানা যে, বিগত ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সময়কালে ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিভিন্ন কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে, বেড়েছে ঋণ গ্রহীতাদের একাধিক ঋণ গ্রহণ। ক্ষুদ্রঋণ খাত এসেছে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অধীনে। এ কথাও সত্য যে ক্ষুদ্রঋণ খাতে চাহিদার তুলনায় অর্থের সরবরাহ অপ্রতুল; বিশেষ করে এ সমস্যাটি ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাপক। এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচনে এবং সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশাল ভূমিকা পালন করে আসছে। সামনের দিনগুলোতে এগিয়ে যাবার জন্য সংশ্লিষ্ট বেশকিছু নীতিনির্ধারণী ও বাস্তব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখন এসেছে যেমন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভূমিকা; দারিদ্র্য বিমোচনের সামাজিক লক্ষ্য এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের যথার্থ ব্যবহার; ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন; ক্ষুদ্রঋণ খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীলতা।

সামগ্রিকভাবে, আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের কাজের পরিধি এবং ব্যাপ্তি উল্লেখ করার মতো। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহ আর্থিকখাত ও নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা হয়। বিগত ১০ বছর বিভিন্ন প্রকাশনার পাশাপাশি সফলতার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেমিনার, কর্মশালা, ও আঞ্চলিক সভার মাধ্যমে এই বিভাগ সক্রিয়ভাবে এ ধরনের কাজ করে আসছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্ষুদ্রঋণ খাতের ক্রম বিবর্তনকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। আইএনএম শুরু থেকেই ক্ষুদ্রঅর্থায়নকে উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করলেও দারিদ্র্য বিমোচনে এবং উন্নয়নে এর ভূমিকার বিভিন্ন দিক গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে একইসঙ্গে ক্ষুদ্রঋণের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসও চালিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০৭ এবং ২০১২ সালে ক্ষুদ্রঋণের বিভিন্ন দিকের ওপর আইএনএম দুটি কর্মশালার আয়োজন করে যাতে ক্ষুদ্রঋণের ওপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত সহজতর হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচন গবেষণা ফলাফলগুলো সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার জন্য আইএনএম বিগত ১০ বছরে ৫৯ টি গবেষণা প্রতিবেদন, ৫৫ টি সেমিনার ও কর্মশালা, ৫১ টি ওয়ার্কিং পেপার, ১৭ টি আলোচনা সভা, ৭ টি তথ্য সাময়িকী, ৬ টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং ৩ টি বই প্রকাশনার কাজসহ আরও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

আমরা সকলেই জানি যে, গত চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সময়কালে ক্ষুদ্রঋণ খাতের কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে, ঋণগ্রহীতার ঋণের পরিমাণ বেড়েছে এবং প্রয়োজনে একাধিক ঋণ গ্রহণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আলোকে নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে আইএনএম-এর দর্শন, কার্যক্রম, দৃষ্টিভঙ্গিসহ সবকিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে, প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত ছাড়াও সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিস্তৃত হয়েছে এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। আইএনএম-এর টেকসই উন্নয়নের বর্তমান কর্মধারা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ও আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান।

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের উন্নয়নের জন্য এবং দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে এবং এই খাতকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইএনএম ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। ২০১৩ সালে আইএনএম তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। ছয় তলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। তিনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই সাথে তিন ব্যাচে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব। আধুনিক সকল ধরনের সুব্যবস্থা রয়েছে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সময়োপযোগী

বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হচ্ছে আইএনএম-এর পক্ষে। এখানে উল্লেখ্য যে, আইএনএম-এ প্রশিক্ষণের ধরন অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ভিন্ন। প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ এই খাতের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এবং মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দৈনন্দিন কার্যক্রমে আরও পেশাদারীত্ব এবং সকল কার্যক্রমে আরও বেশি দক্ষতা আনার লক্ষ্যে বাস্তব জ্ঞান প্রদান করা সম্ভব হয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আইএনএম সকল স্তরের প্রায় ২০,০০০ জন ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছে।

আইএনএম-এর শিক্ষা বিভাগ 'Inclusive Finance and Entrepreneurship' শীর্ষক মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করার বিষয়ে বর্তমানে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে আইএনএম-এর অধীনে 'School of Inclusive Finance' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় এই স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কার্যক্রম চালুর প্রচেষ্টা এখন চলমান। আইএনএম-এর ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স যা ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে, এখন পর্যন্ত ১৫০-এর বেশী কর্মীকে ডিপ্লোমা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এধরনের একটি কোর্স এখন খুবই প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী। এই প্রোগ্রামগুলো আইএনএম-এর সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের মধ্যে রাখা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে এগুলোর মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

২০১৬ সালে আইএনএম নতুনভাবে যে যাত্রা শুরু করে তা এক বছরের মধ্যেই আইএনএম-এর কার্যক্রমে অনেক পরিবর্তন এনেছে, যার মাঝে রয়েছে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার সার্বিক সমন্বয়, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা শাখাসমূহের উন্নয়ন এবং আর্থিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্নমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। সময়ের পরিমাপে এক বছর দীর্ঘ নয়, কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো গবেষণা ও অন্যান্য শাখায় আইএনএম-কে তার কাঙ্ক্ষিত ও পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। আইএনএম-এর জন্য ২০১৬ সাল নতুনত্ব ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের বছর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন একই সাথে বিগত ১০ বছরের কার্যক্রমের ধারাকে সুদক্ষভাবে এই খাতের পরিবর্তিত ধারার সাথে আরও সঙ্গতিপূর্ণ করার ও নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

বিগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিমধ্যেই আইএনএম-তার নিজস্ব কর্মসূচীকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছে। ২০১৬ সালের নতুন গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা সংক্রান্ত জটিলতাসমূহের ওপর প্রায়োগিক গবেষণা। এগুলো ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে এবং তাদের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। আরেকটি উদ্যোগ হলো "InM's Deepening Knowledge on Inclusive Finance in Bangladesh Programme" যার আওতায় গবেষণা ও ডাটাবেস গঠনসহ বেশকিছু কার্যাবলী ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগসমূহ আইএনএম-কে আর্থিক খাত তথা ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের কার্যাবলীর সাথে আরও বেশী সম্পৃক্ত এবং তাদের বিকাশে আরও অর্থবহ ভূমিকা রাখতে সক্ষম করবে বলে আশা করা যায়।

নিঃসন্দেহে আইএনএম-এর কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি অনেকটাই বিস্তৃত এবং এটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, আর্থিক খাতের উন্নয়নের সঠিক ধারা বজায় রাখতে এবং বাস্তব খাতের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। আর্থিক খাত বিশেষ করে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত আমাদের দেশের মাঠ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম বড় চালিকা শক্তি। আইএনএম-তার কার্যক্রমকে পরিচালনা করছে এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে যাতে এই প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে তাই নয় বরং দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি "Centre of Excellence" হিসেবে গণ্য হবে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক - বাংলাদেশ (ফিন-বি)

আইএনএম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে "আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ" সংক্ষেপে "ফিন-বি" শীর্ষক একটি প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ নিমিত্তে "ফিন-বি"একটি সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ধারণা ব্যবহার করবে যার মধ্যে সকল ধরনের ঋণ, সঞ্চয়, বীমা এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- আর্থিক পরিষেবা সমূহ সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে এবং সেবা প্রদানের সময় এর গুণগতমান এবং সুবিধা গ্রহণকারীর উপযোগিতা, সম্মান এবং স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে বিচার্য হবে।

- সকল ঋণ / সেবা গ্রহণকারীকে অর্থ সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- আর্থিক পরিষেবা সমূহ এমন ভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত করতে হবে যাতে করে এসব সেবা থেকে কেউ বাদ না পড়েন এবং কেউ যেন যথাযোগ্য সেবা হতে বঞ্চিত না হন।

- আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বলিষ্ঠ আর্থিক কাঠামো, সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং পরিষেবা গ্রহণকারীর চাহিদা অনুযায়ী বিচিত্র এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য ও সেবার আর্থিক বাজারে উপস্থিতির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

এই নেটওয়ার্ক-এর মূল লক্ষ্য হবে জ্ঞান উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে দক্ষ করার পাশাপাশি সদস্যদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন করা, যার মাধ্যমে এ নেটওয়ার্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এই নেটওয়ার্ক সরকারী- বেসরকারী সকল পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য অর্জনে অগ্রসর হবে। ফিন-বি আর্থিক খাতের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল স্টেকহোল্ডার (ব্যাংক, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তৃণমূল প্রতিষ্ঠান / সংস্থা, স্থানীয় সরকার)সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ধারণা এবং সহযোগিতা লাভ এবং বিভিন্ন দেশের সফল উদ্যোগগুলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা বিশ্লেষণ করবে।

"ফিন-বি"এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দক্ষ উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে করে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিসহ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয়। এই নেটওয়ার্ক মত বিনিময় সভা, কর্মশালা, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কর্মসূচী প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আইএনএম এই নেটওয়ার্কটি কার্যকর করার ব্যাপারে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ (এমই) ঋণদান : এমএফআই-এর ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নীতিনির্ধারকগণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য ক্ষুদ্র-উদ্যোগের (এমই) ব্যাপারে যৌক্তিক কারণে অনেক বেশী আগ্রহী। এই খাতের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের পথে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: এমইগুলো কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে? এবং এক্ষেত্রে যথার্থ নীতিগত প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত?

২০১৬ সালে আইএনএম-এর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে এমই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, এবং এমইগুলোর উন্নয়ন এবং উত্তরণের কৌশল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। এমই অর্থায়নের ব্যাপ্ততার ওপর প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় এমইদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত সুফল আনতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে এমএফআই-দের নেটওয়ার্ক এবং সহজ পরিচালনা ব্যবস্থার কারণে ব্যাংকের তুলনায় এমএফআই-দের এমই অর্থায়নের সুযোগ বেশি। দেখা যায় এমই ঋণে প্রবেশ্যতার ব্যাপ্ততার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর সদস্য এবং পার্শ্ব-প্রবেশকারী উভয়ের জন্য এমএফআইগুলো সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

এমইগুলো যেসব প্রতিবন্ধকতার শিকার তা মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) অনার্থিক এবং (২) আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। অনার্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছে অবকাঠামো এবং ইউটিলিটির অভাব, সময়ক্ষেপণকারী নিয়মকানুন, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। অবশ্য বাংলাদেশে এমই উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, যা মূলত পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবকে নির্দেশ করে। বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণাদিও এই বিষয়টি সমর্থন করে। ২০১৪ সালে বিতরণকৃত এবং অনাদায়ী ঋণের ২৮ শতাংশ হচ্ছে এমই ঋণ, এবং এই ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মোট ঋণগ্রহীতার ৮ শতাংশ। এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতার ধরন আরো ভালোভাবে প্রতীয়মান হয় এমইগুলোর পুঁজির আর্থিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে।

চিত্র ১ : এমই কর্তৃক চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতার মান



টীকাঃ নমুনাভুক্ত এমই উদ্যোগগুলো প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার জন্য ৫ থেকে ১ এর মধ্যে মান দিয়েছে। মান বেশি হওয়ার অর্থ বেশি প্রতিবন্ধকতা। চিত্রে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রদত্ত মানের গড়।

উৎসঃ আইএনএম ক্ষুদ্র-উদ্যোগ জরিপ ২০১৬

আইএনএম কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র-উদ্যোগ জরিপে (২০১৬) দেখা যায় যে, মোট পুঁজির ৮৫ ভাগ নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন হচ্ছে। জরিপকৃত এমইদের পুঁজির ৪ ভাগ অর্থায়ন হচ্ছে ব্যাংক ঋণ থেকে এবং ১২ শতাংশ অর্থায়ন হচ্ছে এমএফআই-দের মাধ্যমে। এটি কি আর্থিক প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করে? ৯০ শতাংশের অধিক এমই আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার

মধ্যে রয়েছে : (১) পণ্য বাজারজাতকরণ; (২) অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা; (৩) কাঁচামালের স্বল্পতা/উচ্চ মূল্য; এবং (৪) বাজারে পণ্যের কম চাহিদা। যেহেতু এমই স্থানীয় অর্থনীতির ওপর বেশী নির্ভরশীল, পণ্য বাজারজাত-করণ বা পণ্যের কম চাহিদা ছোট প্রতিবন্ধক। জরিপকৃত উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাগুলোকে যেভাবে ক্রমানুসার করেছে, তার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মাত্রা হিসেব করা হয়েছে (চিত্র ১)। এ থেকে দেখা যায় তহবিলের অভাব প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিগণিত। জরিপ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে এমইগুলো তীব্র আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে : সামষ্টিক এমই ঋণের চাহিদা কি ঋণদাতাদের জন্য অনেক বেশি? যদি সামষ্টিক ঋণের চাহিদা অনেক বেশি হয়, শুধু মাত্র তখনই কেন ব্যাংক এবং এমএফআইতে এমইদের প্রবেশ্যতা এত কম এই আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক হবে।

আইএনএম-এর গবেষণা থেকে দেখা যায়, ২০১৫ সালে মোট এমই ঋণের চাহিদা ছিল ৭৩৭ বিলিয়ন টাকা। এমএফআইগুলোর অনাদায়ী এমই ঋণের পরিমাণ ছিল ১২৩ বিলিয়ন এবং ব্যাংকের এরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭৭ বিলিয়ন টাকা। সুতরাং ২০১৫ সালে মোট এমই ঋণের যোগান ছিল ৩০০ বিলিয়ন টাকা এবং চাহিদা-যোগান ফাঁক ছিল ৪৩৭ বিলিয়ন টাকা। এরূপ উচ্চ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন এমই ঋণ দাতারা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে? ব্যাংকে এমইদের ঋণ প্রবেশ্যতা কেন কম এ বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতামত হচ্ছে : (১) শাখা নেটওয়ার্ক খুবই সীমিত; (২) বিরাজমান জামানত ভিত্তিক ঋণদান প্রথাটি এ ধরনের ঋণের জন্য উপযুক্ত নয়; (৩) এমই ঋণদানে খরচ বেশি ও ঝুঁকিপূর্ণ; (৪) বড় ও মাঝারি ঋণ প্রদান লাভজনক। তারা মনে করেন যে, এনজিও-এমএফআইদের মাধ্যমে এমইকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা যায়, তবে শর্ত হচ্ছে যে এমআরএ এমএফআইদের মান অনুযায়ী একটি তালিকা প্রকাশ করবে এবং এমইদের জন্য সিআইবি তৈরি হবে।

অপরদিকে এমএফআইগুলো এমই ঋণ বিতরণ করে আসছে, এবং তারা ঋণের পরিমাণ বাড়াতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাদের অসামর্থ্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। এমআরএ বিধি অনুযায়ী এমএফআইদের এমই ঋণ মোট ঋণ জেরের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারে না। তবে তারা মনে করেন শুধু নিয়ন্ত্রণমূলক-প্রতিবন্ধকতা শিথিল করাই যথেষ্ট হবে না, পাশাপাশি তাদের আরো ঋণ তহবিল দরকার।

এমই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাবিত কৌশল

এই গবেষণায় দেখা যায় যে, ঋণ পণ্যের ধরন এবং লাভ বৃদ্ধিকরণ উদ্দেশ্যের কারণে এমই অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সীমিত সুযোগ রয়েছে। ব্যাংক বৃহৎ ও মাঝারি উদ্যোগ অর্থায়নের দিকে বেশি উৎসাহী এবং তারা তা চলতি পুঁজির অর্থায়নের ভিত্তিতেই করে থাকে। এমনকি যখন ব্যাংক এমই অর্থায়ন করে, তখন তারা মূলতঃ এমইর উপরের স্তরকে সেবা প্রদান করে, যা কিনা ছোট উদ্যোগের খুব কাছাকাছি। এমন অবস্থায়, গ্রামীণ এমইকে অর্থায়ন করা যৌক্তিকভাবেই ব্যাংকসমূহের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কৌশল এক : ব্যাংকের মাধ্যমে এমই বিনিয়োগের জন্য তহবিলের প্রবাহ বৃদ্ধি

আর্থিক সম্পদ সংহত করা এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সক্ষমতা বেশি। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ব্যাংক কটেজ ও ক্ষুদ্রউদ্যোগকে সরাসরি অর্থায়ন করার সক্ষমতা অর্জন করেনি; মাত্র ১০ শতাংশের মত ঋণ জের হল কটেজ ও ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ। তথাপি, ব্যাংকের সুবিধাগুলো বিবেচনা করে কটেজ ও ক্ষুদ্রউদ্যোগের তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিতে ব্যাংকের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য অপর পাতায় দ্রষ্টব্য নীতিমালা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে :

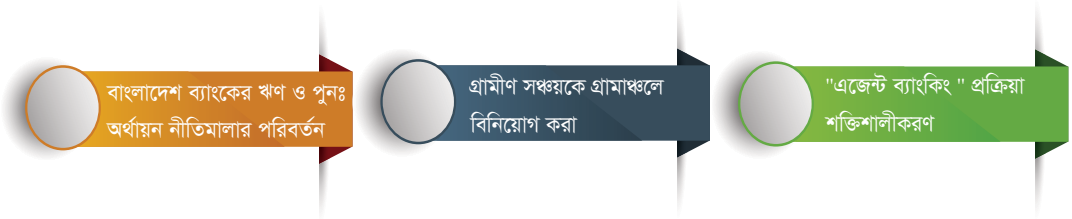

কৌশল দুই : পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এমই অর্থায়ন বৃদ্ধি

ব্যাংক ছাড়াও এমই অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ তাদের পক্ষে এমই কার্যক্রম এবং এমএফআইদের কার্যকলাপ ভালোভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব। এর জন্য তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পিকেএসএফ-এর ভূমিকা এবং এমই অর্থায়নের পরিধি বৃদ্ধির জন্য পিকেএসএফ এমই অর্থায়নের জন্য বিশেষ একটি বিভাগ চালু করতে পারে, যেখানে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এই বিশেষায়িত বিভাগটি পিকেএসএফ-এর সম্পূরক সংস্থা হতে পারে অথবা এটি পিকেএসএফ-এর মধ্যে বিশেষায়িত এমই তহবিল হিসেবে থাকতে পারে। সকল নিবন্ধিত এমএফআইদের এই বিশেষায়িত তহবিলে প্রবেশ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় অথবা যদি আলাদা সংস্থা তৈরি হয়- তবে এমই তহবিলে এমএফআইদের প্রবেশ্যতা থাকা প্রয়োজন।

কৌশল তিন : এমএফআইগুলোর আর্থিক সম্পদ সংহতকরণ

এনজিও-এমএফআইদের আরও বেশী তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। এমএফআইগুলো তহবিল বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারে।

- এমএফআইদের সঞ্চয় থেকে তাদের ঋণ কার্যক্রমে অধিক অর্থায়ন;
- সৃজনশীল আর্থিক উপকরণে প্রবেশ্যতা : বৈশ্বিকভাবে, তহবিল যোগাড়ের জন্য কিছু সৃজনশীল আর্থিক উপকরণ বিদ্যমান। এ ধরনের কিছু আর্থিক উপকরণ হচ্ছে : (ক) ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (খ) সিকিউরিটাইজেশন (গ) ঋণ উপকরণ।

কৌশল চার : সামাজিক ইকিউটি তহবিল বৃদ্ধি

বাংলাদেশে এমএফআইগুলো অ-লাভজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক স্পন্সরদের দ্বারা এগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই এটি পরিচালনা করেন। এমতাবস্থায় এমএফআইগুলো সামাজিক সংগঠন হিসেবে সামাজিক ইকিউটি পুঁজি (Social Equity Capital) সংগ্রহ করতে পারে। সামাজিক ইকিউটি পুঁজি সংগ্রহ করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে : (১) বিভিন্ন দাতা সংস্থার সামাজিক পুঁজি বাজারে অংশগ্রহণ; (২) ব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক পুঁজি বাজারে অংশগ্রহণ এবং (৩) সামাজিক পুঁজি বাজারে প্রবেশ্যতা (যা বর্তমানে বাংলাদেশে নেই)।

সামাজিক ইকিউটি পুঁজি সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়। এই সংক্রান্ত নীতি যে সকল পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন সেগুলোর প্রধান হচ্ছে : (১) সামাজিক পুঁজি বাজার (Social Capital Market) বা সামাজিক পুঁজি বিনিময় (Social Capital Exchange) প্রতিষ্ঠা এবং (২) সামাজিক ইকিউটি তহবিলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অবদান রাখার সুযোগ।

কৌশল পাঁচ : এমই অর্থায়নের জন্য পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কটেজ, ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য এমএফআইগুলোকে তাদের ঋণ পরিমাণ একক বাড়াতে হবে আবার ব্যাংকগুলোকে তাদের ঋণ পরিমাণ একক কমাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

কৌশল ছয় : এমএফআইকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তর

প্রায় এক দশক আগে, ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের ধারণাটি ছিল অপরিচিত। বর্তমানে, অনেক ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এনজিও-এমএফআই-এর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, সক্ষমতা উন্নয়ন, এমই অর্থায়ন, এবং গ্রামীণ আর্থিক বাজারকে শক্তিশালী করার জন্য একটি নীতি বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এমএফআইগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। এমএফআই কর্মকাণ্ড বাড়ানোর পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাজ করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে গ্রাম এলাকায় আরো দক্ষভাবে কাজ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমআরএ এ সকল সার্বিক বিষয়গুলো পরীক্ষা করে এই সংক্রান্ত একটি স্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে পারে যা সামগ্রিক কার্যক্রমগুলোকে দিক-নির্দেশনা দিবে।

কৌশল সাত : এমই-এর জন্য অর্থায়ন বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

আলাদাভাবে শুধু মাত্র অর্থায়নের মাধ্যমে এমই এর বিস্তার এবং উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন যাতে একইসাথে এর ঋণ সংস্থান, উৎপাদনের উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা যায়। সমন্বিত পদক্ষেপ না নিলে পরিশেষে এটি অদক্ষতা সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে এমই উন্নয়নের জন্য সহায়ক একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, কটেজ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলোকে সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, অভীষ্ট গ্রুপকে সঠিক ভাবে শনাক্ত করতে হবে, এমইদের মধ্যেকার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যগুলোকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের উদ্যোগে সহায়তা ও আনুষঙ্গিক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।



ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা

আইএনএম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন জাতীয় এবং যে সকল সমস্যা অনেকটা অঞ্চলভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মূল ধারায় কিছুটা কম গুরুত্ব পেয়ে থাকে সেগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করে আসছে। এমন একটা আঞ্চলিক সমস্যা ছিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজের কম প্রাপ্যতা যার প্রভাব এতোটাই প্রকট ছিল যে উত্তরাঞ্চলের অনেক মানুষকে এই সময় অনাহার বা অর্ধাহারে থাকতে হতো যা 'মঙ্গা' নামে পরিচিত। অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলো প্রায় নিয়মিত সাইক্লোন-টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। সম্প্রতি কয়েকটি সাইক্লোন, যেমন সিডর এবং আইলার প্রভাবে এই এলাকার অর্থনীতি অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে আইএনএম কর্তৃক অতি দরিদ্রদের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় মঙ্গা বহির্ভূত সময়ে এ সমস্ত এলাকায় প্রায় ৪১ শতাংশ পরিবার তিন বেলা খেতে পারছে; কিন্তু মঙ্গার সময় তিন বেলা খেতে পারে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ। প্রায় ৪২ শতাংশ পরিবারকে মাঝেমাঝে না খেয়ে থাকতে হয় এবং ৪৮ শতাংশ পরিবার খাবারের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয় মঙ্গার সময়। প্রায় ৩৫ শতাংশ পরিবার এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কিছুই করতে পারে না। অপরদিকে প্রায় ৩৫ শতাংশ পরিবার কাজের সন্ধানে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। সরকারী এবং বেসরকারী অনুদানের ওপরও অনেক পরিবার নির্ভর করে এই মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। মাত্র ৬ শতাংশ পরিবার মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্যাংক বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়, যা মূলত এই জনগোষ্ঠীর অপ্রতুল ঋণ প্রবেশ্যতার প্রমাণ।

কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আইএনএম-এর একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, স্বাভাবিক সময়ে প্রায় ৮৭ শতাংশ পরিবারই তিন বেলা খেতে পারে। না খেয়ে থাকতে হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা ১ ভাগেরও কম। মঙ্গার সময় না খেয়ে থাকতো এমন পরিবারের সংখ্যা পাওয়া যায় মাত্র ৩ শতাংশ। মঙ্গার সময়ও তিন বেলা খেতে পারে এ ধরনের পরিবার পাওয়া যায় ৬৪ শতাংশ। আট বছরের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তার এই উন্নতি বেশ দৃশ্যমান। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তার এতোটা উন্নতি সম্ভব হলো।

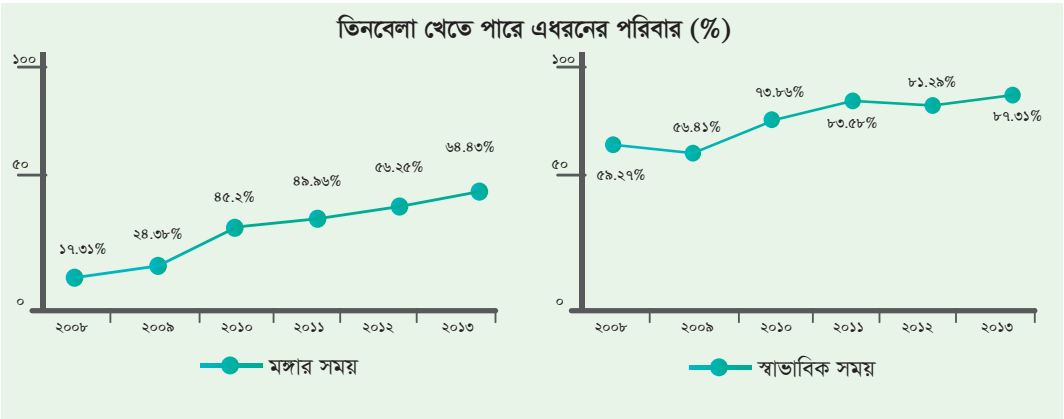

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিঃসন্দেহে সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী যেমন কাজের বিনিময়ে খাদ্য/নগদ টাকা, ১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচী, বিভিন্ন রকম বৃত্তি-উপবৃত্তি মঙ্গা পীড়িত এলাকার খাদ্য প্রাপ্যতার অনেকটা উন্নতি করেছে। এছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে যা সার্বিকভাবে ঐ সব এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। সরকার ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থাও এই এলাকায় মঙ্গা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করেছে। মঙ্গাপীড়িত এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ 'সংযোগ' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মঙ্গাপীড়িত পরিবার যাদের পূর্বে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ্যতা ছিল না তাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। আইএনএম তার গবেষণার মাধ্যমে সংযোগ প্রকল্পের অভিঘাত মূল্যায়ন করে। এ থেকে দেখা যায় সংযোগ প্রকল্পের অধীনে মঙ্গাপীড়িত পরিবারগুলোকে যে সকল আর্থিক সেবা দেওয়া হয়েছে তা আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত হতে সহায়তা করেছে। সংযোগ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি মঙ্গা নিরসনে কোন ত্রাণ বা অনুদানের ওপর নির্ভর করেনি, বরঞ্চ এটি অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে ঋণ প্রদান করেছে এবং তাদের সঞ্চয় ব্যবহার করে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায় তার ওপর বেশি জোর দিয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে পাওয়া যায় যে সম্পদ সৃষ্টি এবং একাধিক কাজের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমেই কেবল দীর্ঘ মেয়াদে এই ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব। দান বা অনুদান সাধারণত স্বল্প মেয়াদী সমস্যা সমাধান করে; কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না।

সংযোগ প্রকল্পের অভিঘাত মূল্যায়ন করতে গিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল উঠে এসেছে। সেটি হলো খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে হলে অতিদরিদ্রদের শুধু মাত্র ঋণ দিলেই হবে না। আর্থিক সেবায় প্রবেশ্যতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অ-আর্থিক আরো কিছু সেবা না দেওয়া গেলে ঋণ এককভাবে খুব কমই কার্যকর হয়। আয়বর্ধক কাজের ওপর প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কারিগরি সহযোগিতা অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে তাদের দক্ষতা সৃষ্টি এবং ঋণ/নিয়মিত আয়ের যথার্থ ব্যবহারে সহায়তা করে। আয়ের উৎস তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি কমিয়ে আনাও জরুরি। অনেক সময় স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিগুলো অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য অনেক বড় বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে সংযোগ প্রকল্পের অধীনে পরিবারগুলোকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এ ধরনের বিবিধ আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবাগুলো পাওয়ার কারণে সংযোগ প্রকল্পের অধীনে পরিবারগুলো অন্যান্য পরিবারগুলোর তুলনায় অধিক আয় করতে সক্ষম হয়েছে এবং অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করতে পেরেছে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংযোগ প্রকল্প সফল হলেও সবার জন্য এই প্রকল্প একই রকম সফল হয়নি। যে সকল পরিবার সম্পূর্ণভাবে দিন-মজুরির ওপর নির্ভর করে এবং যে সকল পরিবারের প্রধান বিধবা বা স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন তারা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছে কম। এই ধরনের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য আরো নিবিড় আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবার প্রয়োজন।

উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পরিস্থিতির মতো না হলেও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত। সিডর ও আইলার মতো বড় সাইক্লোনের কারণে এই এলাকায় অনেক ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেকের কাজের ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যায়। নতুন করে কাজের সুযোগ তৈরি হতে বেশ সময় লাগে। ঘর-বাড়ি পুনঃনির্মাণ করে পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসতে আরো দীর্ঘ সময় কেটে যায়। উত্তরাঞ্চলে সংযোগ প্রকল্পের সফলতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পিকেএসএফ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলাতেও সংযোগ প্রকল্প চালু করে। উত্তরাঞ্চলের অনুরূপ এখানেও অতি দরিদ্রদের বিবিধ আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়েছে এই প্রকল্পের অধীনে। অবশ্য উত্তরাঞ্চলে যে সকল আয়বর্ধক কাজ গ্রহণ করা হয়, দক্ষিণাঞ্চলে ঐ এলাকার বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে একটু ভিন্নরকম আয়বর্ধক কাজকে উৎসাহিত করা হয়, যেমন - ছোট পরিসরে কাঁকড়া চাষ করা। এই অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় লবণাক্ততার মাত্রা অনেক বেশি। এর ফলে দুই ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে : প্রথমত, খাবার পানির অভাব এবং দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ফসল বা পশু পালনের জন্য এর মাটি বা পানি উপযুক্ত নয়। ফলতঃ সংযোগ প্রকল্পকে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সমস্যা মোকাবেলায় অধিক মনোযোগ দিতে হয়েছে। সংযোগ প্রকল্প এই এলাকায় লবণ সহিষ্ণু ফসল বা সবজি চাষকে উন্নীত করার চেষ্টা করেছে। একইসাথে খাবার পানির জন্য পুকুরে পিএসএফ, ডি-স্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে। আইএনএম-এর গবেষণায় দেখা যায় যে সংযোগ প্রকল্পের সদস্য পরিবারগুলো প্রকল্পে অংশগ্রহণের কারণে অতিরিক্ত আয় করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও সংযোগ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বিনিয়োগের ধরনে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা

যায়- সেটি হচ্ছে, তারা একটি বড় অংশ বিনিয়োগ করেছে বাড়ি-ঘর নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য। ফলতঃ তারা ক্ষুদ্র উদ্যোগে তুলনামূলক কম বিনিয়োগ করতে পেরেছে। অবশ্য বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে বাড়ি-ঘরের স্থায়িত্বের জন্য বিনিয়োগ একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিনিয়োগ। এই গবেষণা থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রবীমা ব্যবস্থা আর্থিক সেবার অন্যতম উপাদান হওয়া উচিত। কারণ, অতিদরিদ্র পরিবারগুলোতে দুর্যোগের কারণে সম্পদের, বিশেষ করে ঘর-বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি বিরূপ প্রভাব ফেলে। আয়ের একটা বড় অংশ এই সম্পদের ক্ষতি পুনরুদ্ধারে ব্যবহার করতে হয় যা খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ক্ষুদ্রবীমা পদ্ধতি কিছুটা হলেও এই সম্পদের ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে।

সম্প্রতি আইএনএম আরেকটি গবেষণায় সিডর আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণের অভিঘাত মূল্যায়ন করে। ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ। বাংলাদেশে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (আইডিবি) তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ ব্যতীত অন্যান্য সেবা যেমন সঞ্চয় ও অ-আর্থিক সেবা যেমন প্রশিক্ষণ বা কারিগরি সহায়তা এই প্রকল্পে কম গুরুত্ব পেয়েছে। সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ অবশ্যই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে তবে অন্যান্য আর্থিক বা অ-আর্থিক সেবার অনুপস্থিতির কারণে সামগ্রিক ভাবে দৃশ্যমান পরিবর্তনটা তুলনামূলক ভাবে কম হয়েছে।



আইএনএম-এর উপর্যুক্ত এ ধরনের আরো গবেষণা থেকে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। প্রথমত, সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোও খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। দ্বিতীয়ত, অতিদরিদ্রদের জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ তুলনামূলক কম কার্যকর। আর্থিক সেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক বিবিধ সেবা যেমন প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহায়তা বা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান তাদের উন্নয়নের স্থায়িত্বের জন্য অত্যন্ত জরুরী। তৃতীয়ত, শুধু মাত্র অতিদরিদ্রদের জন্য লক্ষ্যকৃত কার্যক্রম অনেক সময় সফল নাও হতে পারে, কিছু কিছু কার্যক্রম সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য নেয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তকরণের এই বিষয়টি সংযোগের দক্ষিণাঞ্চলে কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও, উত্তরাঞ্চলে এটি কম গুরুত্ব পেয়েছে। পিকেএসএফ পরিচালিত সমৃদ্ধি প্রকল্পে অবশ্য সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তকরণকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এটিকেই আর্থিক এবং সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

এ বিষয়ে সম্ভবত দ্বিমত করার অবকাশ নেই যে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী এক সময় প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত না। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদার ধরনকে বিবেচনায় রেখে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা ও সঞ্চয় সেবা চালু করে। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে একাধিক ধরনের সঞ্চয় ও ঋণ পণ্য বাজারজাত করে। এভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিস্তারের সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক খাতে অংশগ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

আইএনএম কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষায় বাংলাদেশের ৬৩ টি (রাঙামাটি বাদে) জেলার প্রায় ৯,০০০ পরিবারের ওপর পর্যায়ক্রমে ২০১০ ও ২০১৪ সালে দুইটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৪ থেকে গত তিন বছরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৭১ শতাংশ ও অ-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮৩ শতাংশ কোন না কোন ধরনের অর্থনৈতিক সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে এবং এই অংশগ্রহণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেয়ার প্রবণতা কম। তারা মূলত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকেই আর্থিক সেবা নিয়ে থাকে। এখানে লক্ষণীয় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমন উল্লেখযোগ্য হারে ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ গ্রহণ করছে, ঠিক একইভাবে অ-দরিদ্র জনগোষ্ঠীও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা ও সঞ্চয়ের সুযোগ নিচ্ছে। ২০১৪ সালের জরিপ থেকে আরও দেখা যায়, ৬৯ শতাংশ অ-দরিদ্র ও ৫৭ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের কোন না কোন সঞ্চয়ের অ্যাকাউন্ট রয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলো সাধারণত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকে সঞ্চয় করার প্রবণতা খুবই কম। বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে স্ব-নিয়োজিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক খাতে অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম।

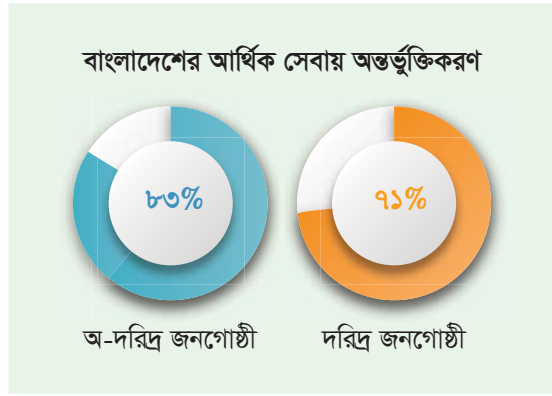

বিগত কয়েক বছরে অর্থায়ন খাতে প্রযুক্তিগত অনেক পরিবর্তনও এসেছে। আর্থিক খাতের অনেক পরিষেবা এখন মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমেও পরিচালিত হচ্ছে। নতুন নতুন সেবা ও ধারণা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক খাতের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করছে। মোবাইল-এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা, যেমন- সঞ্চয়, টাকা পাঠানো, বিভিন্ন বিল পরিশোধ ইত্যাদি সেবা পাওয়ার বিষয়টি খুব অল্প দিনেই সব শ্রেণীর জনগণের মাঝেই ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে। আইএনএম-এর জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের ২৭ শতাংশ পরিবার এই মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিয়ে থাকে। গ্রাম অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের জনগণ এই সেবা বেশি ব্যবহার করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১৮ শতাংশ ও অ-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ২৮ শতাংশ এই সেবা গ্রহণ করেছে। অঞ্চল ভেদেও মোবাইল ব্যাংকিং-এর ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়। মোবাইল ব্যাংকিং-এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বরিশাল (৪৩%) ও রংপুর (৩৭%) বিভাগে। এছাড়া ঢাকা বিভাগে ২৭%, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৬%, সিলেট বিভাগে ২৪% এবং রাজশাহী বিভাগে ২৩% ব্যবহার দেখা যায়। সবচেয়ে কম মোবাইল ব্যাংকিং-এর ব্যবহার দেখা যায় খুলনা বিভাগে, মাত্র ১৭%। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে তাদের আপনজনদের কাছে সহজে ও নিরাপদে টাকা পাঠাতে পারে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের প্রায় অর্ধেক (৪৬%) এই সেবা ব্যবহার করে থাকে।

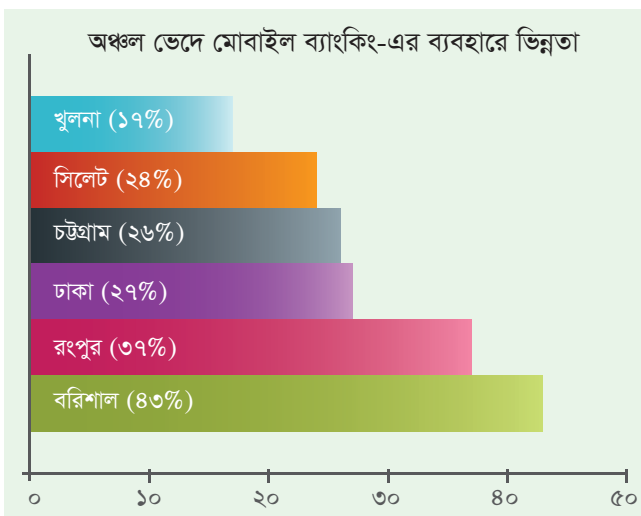

ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা

দরিদ্র জনগণের জীবন ও দারিদ্র্য লাঘবের ওপর ক্ষুদ্রঋণের অর্থনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট ও পরীক্ষিত ভাবে প্রমাণ করার জন্য অনেক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এসব সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র ও বেকার মানুষের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বিস্তারে এবং মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রমের দ্বারা দরিদ্র পরিবারগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ (যেমন, সন্তানদের স্কুল শিক্ষা) বৃদ্ধি পায়। যদিও ক্ষুদ্রঋণের এসকল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি ঋণ গ্রহিতা আকস্মিক কোন দুর্যোগ বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। পূর্বে এ ধরনের কোন সমস্যায় পতিত হলে তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত, যা পরবর্তীতে পরিশোধ করা কঠিন হত।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী যে সকল ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তার মধ্যে স্বাস্থ্য ঝুঁকি অন্যতম। শতকরা ৯৮ ভাগ অসুস্থ ব্যক্তি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে থাকে, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই (শতকরা ৬০ ভাগ) বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবাদানকারীদের কাছ থেকে সেই সেবা গ্রহণ করে থাকে। আইএনএম-এর এক গবেষণায় দেখা যায়, প্রতি ৭ টি পরিবারের একটি পরিবার প্রতি বছর স্বাস্থ্যগত কারণে সর্বনাশা খরচের সম্মুখীন হয়। এ সকল ক্ষেত্রে পারিবারিক মোট খরচের শতকরা ১০ শতাংশের বেশি ব্যয় হয় স্বাস্থ্যগত কারণে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল, প্রতি বছর এই স্বাস্থ্য সেবা জনিত খরচ মোকাবিলা করতে যেয়ে দারিদ্র্যের হার ৩% হারে বেড়ে যায়। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে কার্যকর এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা থাকায় একটি সুপরিকল্পিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমার চাহিদা বিদ্যমান। বিগত এক দশকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বল্প পরিসরে ক্ষুদ্র বীমা চালু করেছে, যাতে করে ঋণগ্রহীতা যদি স্বাস্থ্য, শস্য বা গৃহপালিত পশু সংক্রান্ত ঝুঁকি বা বিপদের সম্মুখীন হয় তা মোকাবিলা করার কিছুটা হলেও সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রস্বাস্থ্য বীমার আওতায় এনে স্বাস্থ্য সেবার খরচ কমিয়ে তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ক্ষুদ্রবীমা সেবা সমূহের আওতায় আনা সম্ভব হলে তা তাদের এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে।

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থায়িত্ব এবং আর্থিক সক্ষমতা

ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় আকারের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থায়িত্বশীলতা (Sustainability) ও দক্ষতা (Efficiency) আইএনএম-এর গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইএনএম ২১ টি ছোট আকারের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের (১৯৯৯ সালে যাদের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫,০০০) আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে যা 'State of Microfinance in Bangladesh' নামে প্রকাশিত হয়। দেখা গেছে গড়পরতা ঋণের আকার বৃদ্ধি এবং সদস্য সংখ্যার তুলনায় ঋণগ্রহীতার সংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেলে সাংগঠনিক আয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আইএনএম-এর গবেষণায় দেখা যায় ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং ক্ষুদ্র আকারের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বড় আকারের প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর দক্ষ হয়ে থাকে। ছোট আকারের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকা এবং প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাও গ্রহণ করে থাকে। সকল ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকেই সময়ের সাথে শিক্ষাগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জিডিপিতে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের অবদান

আইএনএম-এর সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্তত ৫৫ শতাংশ ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত এবং ৪৬ শতাংশ কোনো না কোনো ঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আসে যেহেতু একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশী অংশ ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের সাথে সম্পৃক্ত তাই এর প্রভাব অবশ্যই জিডিপিতে অনুভূত হবে। আইএনএম-এর গবেষণায় এটা অনুমিত হয়েছে যে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বাংলাদেশের জিডিপিতে ৯ থেকে ১৩ শতাংশের মতো অবদান রাখছে। ২০১২ সালে যা গ্রামীণ জিডিপির ক্ষেত্রে প্রায় ১৭ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে দেখা যায়, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ২০১৪ সালে আইএনএম পরিচালিত আর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৭৯ শতাংশ পরিবারের কোনো না কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে। এর মধ্যে প্রায় ৪৭ শতাংশই ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ক্ষুদ্র সঞ্চয় এ সম্পৃক্ততার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সঞ্চয়ের অভ্যাসের পাশাপাশি ভবিষ্যত বিনিয়োগ বা যেকোনো আকস্মিক দুর্যোগ বা বিপদকালে আর্থিক সংকট মোকাবেলায় এটি যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জিডিপিতে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বকে আরও বেশি প্রসারিত করবে, যা আইএনএম-এর এই গবেষণার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশের চর ও হাওড় এলাকার আর্থিক সেবার ধরন

বাংলাদেশের চর ও হাওড় এলাকার মানুষ ভৌগলিক ভাবে প্রতিকূল পরিবেশে থাকার কারণে সর্বদা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। বিভিন্ন আকস্মিক দুর্যোগ যেমন, নদী ভাঙ্গন, বন্যা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রতিনিয়ত তাদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এছাড়াও তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনেক জটিল ও কঠিন। এ সকল সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিচু। সমতল ভূমি থেকে অতি দূরবর্তী স্থানে থাকার কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আইএনএম পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, বিভিন্ন কারণে আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব এলাকায় সেবা দিতে অনাগ্রহী। প্রধান কারণগুলো হল, এসব এলাকায় সেবা প্রদান ব্যয়বহুল, ঝুঁকিপূর্ণ ও সময় সাপেক্ষ এবং স্থানীয় লোকদের অজ্ঞতা ও আর্থিক সেবা সম্পর্কে ধারণার অভাব। চর ও হাওড় এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিলে দূরত্বের কারণে পরবর্তী যোগাযোগ ও ঋণ তদারকি খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া, এসব এলাকার মানুষ প্রতিনিয়তই অন্যত্র অভিবাসন করে থাকে। ফলশ্রুতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এসব এলাকায় ঋণ অথবা অন্যান্য আর্থিক সেবাদান কার্যক্রমে আগ্রহী হয় না। এমতাবস্থায়, চর ও হাওড় অঞ্চলের লোকজন স্থানীয় মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে থাকে। আইএনএম-এর গবেষণায় দেখা যায় সরকারের ডাকসেবা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর এত ঝুঁকিপূর্ণ ও দূরবর্তী এলাকায় সেবা দেয়ার মত পর্যাপ্ত মূলধনেরও অভাব রয়েছে। যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ এবং কোন কোন বেসরকারি ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে, সেহেতু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগ এসব এলাকায় আর্থিক সেবার দ্বার প্রসারিত করতে পারে।

আইএনএম-এর নতুন কার্যক্রম

গতানুগতিক ধারার পাশাপাশি 'Research on Operational Challenges of MFIs in Bangladesh' শীর্ষক একটি ভিন্নধারার গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে আইএনএম। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলো ঋণবিতরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, তথ্য সংগ্রহ এবং বিতরণ এবং পরিচালনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যে সকল বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এই কার্যক্রমের বিষয়বস্তু। এমএফআই গুলোর সাথে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এই কার্যক্রমের গবেষণা প্রকল্পগুলো নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে আছে :

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলোর কর্মী ঝরে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলোর শাখা সম্প্রসারণ নীতি এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব
- ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থার ঋণসেবা ও সুদের হারের গবেষণামূলক বিশ্লেষণ
- ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থার দৈনন্দিন কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার : পরিচালনগত সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান
- কেসব্যাংক : ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থার উদ্ভাবনী ও পরিদৃশ্যমান সেবা

আইএনএম এবং জাইকা-এর যৌথ গবেষণা কার্যক্রম

উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৫ সালে দেশটি নিম্নমধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। শুধু মাত্র অর্থনৈতিক সাফল্য নয়, মানব উন্নয়ন যেন সমানতালে চলতে পারে এ নিমিত্তে যৌক্তিক কর্মপন্থা এবং বিনিয়োগ প্রয়োজন যার জন্য বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন জরুরী। দরিদ্রবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রান্তিক এবং অসহায় জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে আইএনএম এবং জাইকা যৌথ গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। শুধু ঋণ নয় ঋণের পাশাপাশি বীমা, স্বাস্থ্য সেবা এবং অন্যান্য সেবা সমূহ বিস্তারের লক্ষ্যে এ গবেষণা কার্যক্রম অনন্য উদাহরণ রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে তিনটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে :

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ
- পথশিশুদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ
- বিশেষ ক্ষুদ্র বীমাসেবা উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ

জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় আইএনএম-এর এক দশক

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আইএনএম শুধু মাত্র জ্ঞানচর্চা নয়, একই সাথে সক্রিয় জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় সবসময় সচেষ্ট। প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ খাতের জ্ঞান ব্যবস্থাপনার চাহিদা সার্বিক অর্থে অনেকটা সীমিত ছিল; ফলে খাত সংশ্লিষ্ট গবেষণালব্ধ জ্ঞানে ক্ষুদ্রঋণ খাতে যারা সরাসরি জড়িত তাদের সম্পৃক্ততা ছিল কম। ফলে ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রণয়নে বাস্তবতার সামগ্রিক প্রতিফলন নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারকদের অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হতো। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে শুরু থেকেই আইএনএম-এর প্রচেষ্টা ছিল প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমে খাতসম্পৃক্ত সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা। আর এই সেতুবন্ধনের কাজটি আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মূল চালিকা শক্তি।

আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কাজগুলো বেশকিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। বিগত এক দশক ধরে যা সকলের কাছে বেশ সমাদৃত এবং গৃহীত হয়েছে। শুধু মাত্র গবেষণা অথবা কর্মশালা বা সেমিনারের মাধ্যমে জ্ঞান প্রচার এ ধরনের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না রেখে, আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিশেষত প্রতিটি স্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে এ সকল কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কাজগুলো বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় দরিদ্রবান্ধব সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসে এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের কোনো বিকল্প নেই। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ আইএনএম-এর এ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলকে একত্রিত করে 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও উন্নয়ন' (Microfinance and Development) শীর্ষক একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে যেখানে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ২০০৬-২০১২ সাল পর্যন্ত আইএনএম পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের ফলাফল উপস্থাপন করেন। ২০১৫ সালে ঢাকায় "Inclusive Finance in Bangladesh" শীর্ষক আরও একটি জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সেক্টর, ব্যাংক, বীমা সহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গবেষক, নীতিনির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জড়িত সকল শ্রেণী এবং পেশার জনগণকে এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হয়। এ ধরনের আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও সেক্টরের উল্লেখযোগ্য অবদান নিয়ে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, কর্মশালা, জাতীয় সম্মেলন, আঞ্চলিক সভা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ সকলের কাছে নিয়মিতভাবে তুলে ধরছে।

এ প্রসঙ্গে দারিদ্র্য লাঘবে ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রঅর্থায়নের অবদান নিয়ে আইএনএম-এর গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা যায়। এ থেকে দেখা যায়, ২০১০ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় দশ শতাংশের মত দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে যারা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাননি, এদের অনেকের ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থার তুলনায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

আইএনএম-এর অপর একটি গবেষণায় একই ধরনের ফলাফল পাওয়া গেছে যাতে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে নীট প্রায় সাড়ে নয় শতাংশ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠেছেন। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ আয়োজিত আরেকটি সেমিনারে উপস্থাপিত গবেষণায় দেখা যায়, দরিদ্র–অদরিদ্র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের একাধিক উৎস থেকে গৃহীতঋণের ৬০ শতাংশের অধিক তাদের আর্থিক সংগতি সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হয়; আর অবশিষ্ট অংশ ব্যয় হয় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও পূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধে। পিকেএসএফ-এর প্রাইম প্রোগ্রামের উপর আয়োজিত সেমিনারের তথ্য থেকে দেখা যায়, যে সকল পরিবার ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি পেয়েছেন

তারা সন্তোষজনক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল পরিবার হঠাৎ দেখা দেয়া কোনো সমস্যা মোকাবেলায় অনেক বেশী সামর্থ্য রাখেন, যেখানে শুধু আর্থিক সেবা বা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী পরিবারসমূহ প্রায় অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পিকেএসএফ-র 'প্রাইম' এবং সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া 'সমৃদ্ধি'র অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, অর্থায়নসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্বলিত (যেমন- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন, অবকাঠামো, সামাজিক পুঁজি, প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি) প্রক্রিয়া টেকসই দারিদ্র্যনিরসন ও উন্নয়নের জন্য জরুরী ।

টেকসই দারিদ্র্যমুক্তি কিভাবে ঘটতে পারে সে বিষয়ে দারিদ্র্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে পরিচিতি থেকে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া ছাড়া দারিদ্র্য মুক্তি সম্ভব নয়। কেননা দারিদ্র্য বহুমুখী। বিশেষ করে শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্য-সমস্যা এ দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা যা গুরুত্ব দিয়ে যদি বিভিন্ন অনুষঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা যায় তাহলে টেকসই দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। একটি দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ তার কার্যক্রমকে বহুমুখী করে গড়ে তুলছে যাতে দারিদ্র্যের সকল মাত্রাকে প্রশমিত করতে আইএনএম তার ভূমিকাকে আরও বেশি সবল ও কৌশলী করে তুলতে পারে আগামী দিনগুলোতে।

এক নজরে আইএনএম-এর প্রকাশনা সমূহ (২০০৬-২০১৬)



প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়নের ১০ বছর

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সদা বর্তমান। দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি আইএনএম-এর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ জন্য আইএনএম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই খাতের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও মডিউল প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ যাবত প্রদেয় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ বিষয়সমূহ হলো ক্ষুদ্রঅর্থায়ন, ক্ষুদ্রউদ্যোগ, ঝুঁকিব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন, হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন, আর্থিক পণ্য ও সেবার বহুমুখীকরণ, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, জেন্ডার, গভর্ন্যান্স ও রেগুলেশন্স, জলবায়ু পরিবর্তন এবং চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য বিষয়।

আইএনএম গত এক দশকে ১৪ টি নিজস্ব মডিউল প্রণয়ন করেছে :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ মডিউল	সময়কাল	ভাষা
০১	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	১০ দিন	বাংলা ও ইংরেজি
০২	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	
০৩	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ ও হিসাব ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	
০৪	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	০৫ দিন	
০৫	অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন	০৫ দিন	
০৬	আইন, রেগুলেশন ও গভর্নেন্স	০৫ দিন	
০৭	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	চীনা ও ইংরেজি
০৮	আর্থিক পণ্য প্রণয়ন ও ব্যবসায় পরিকল্পনা	০৩ দিন	
০৯	ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	
১০	উচ্চতর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	১০ দিন	ইংরেজি
১১	আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	
১২	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিশ্লেষণ	০৫ দিন	
১৩	ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	
১৪	নন-ফিন্যান্স নির্বাহীদের হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	০৫ দিন	

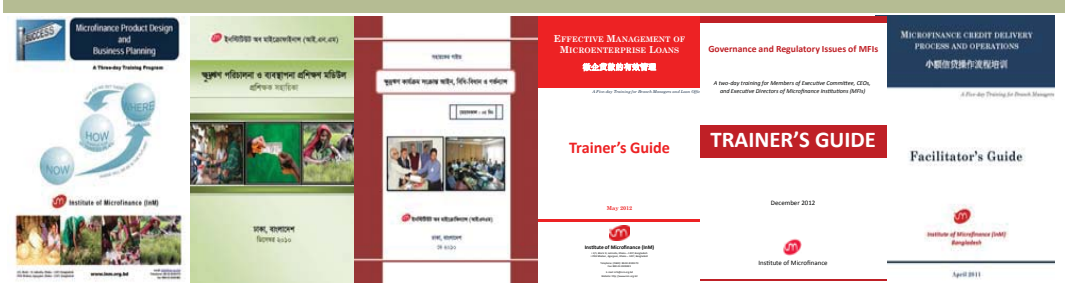

এখানে উল্লেখ্য যে, আইএনএম এ সকল প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও মডিউলসমূহ নিজস্ব গবেষণা ও মাঠ কার্যক্রমের ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়মিত আপডেট করে থাকে। বিগত ১০ বছরে আইএনএম বেশ কিছু বিষয়ে যেমন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা; হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র, ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) উন্নয়ন, গভর্নেন্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর, জলবায়ু পরিবর্তন, সাংবাদিক ও দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এই সময়ে, আইএনএম ৮২৬ টি ব্যাচে এ সকল বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে যাতে সর্বমোট ১৮,৫৪১ জন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। আইএনএম বিগত ১০ বছর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্ষমতা উন্নয়নে একত্রে কাজ করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এআইটি), ব্যাংকক; বেইজিং হুজিংচেং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, বেইজিং; চায়না এসোসিয়েশন অব মাইক্রোফিন্যান্স (সিএএম), ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ট্রেনিং এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন (আইএফটিডিও), ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল স্ট্রাটেজিস (আইজিইএস), টোকিও; ইন্টারন্যাশনাল পোভার্টি রিডাকশন সেন্টার (আইপিআরসি), চীন; এবং ইউটিটি মাইক্রোফিন্যান্স, তানজানিয়া ইত্যাদি।

বিগত ১০ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, আইএনএম সবসময়ই গতানুগতিকতার বাইরে এসে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে দক্ষতার সাথে সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে আইএনএম ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। আইএনএম বরাবরই পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ উপকরণ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বিধায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, গত এক দশক ধরে আইএনএম-এর এই অব্যাহত প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টা টেকসই ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সেক্টর গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

আইএনএম-এর ক্ষুদ্রঅর্থায়ন শিক্ষা

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের ক্রমবিকাশ কে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সঠিক সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ২০১৪ সালে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে একটি পূর্ণাঙ্গ পেশাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্য আইএনএম কাজ শুরু করে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শে আইএনএম 'দারিদ্র্য, উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঅর্থায়ন', 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা', 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ', 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রমে এমআইএস', 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের শাসনাচার ও আইনী কাঠামো' এবং 'ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়ন' বিষয়ক ছয়টি সার্টিফিকেট কোর্স-সম্বলিত ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

প্রতিটি তিন ক্রেডিটের ছয়টি কোর্স এবং একটি একমাসব্যাপী তিন ক্রেডিটের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামসহ সমগ্র কোর্সটি একুশ ক্রেডিট-সম্বলিত। এমআরএ এবং বাংলাদেশের প্রথিতযশা ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক, বুরো বাংলাদেশ, এসডিআই, সজাগসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। দক্ষ ও অভিজ্ঞ পেশাজীবী, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও সেক্টর-সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষাবিদগণ এই কোর্স সমূহ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। ২০১৭ সালে নতুন আঙ্গিকে ডিপ্লোমা কোর্সটি পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী এবং মনোনয়ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শের আলোকে পর্যায়ক্রমে কোর্সটির উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। কোর্সের পাঠ্য বিষয়গুলো বাংলায় রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে, যা বই আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

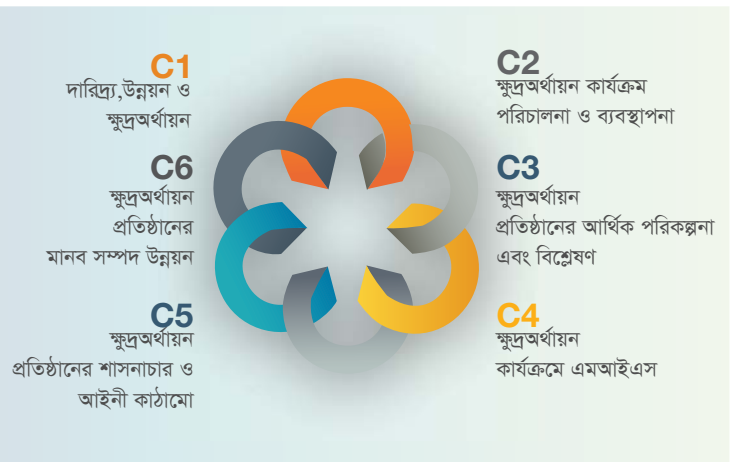

আইএনএম শিক্ষা বিভাগ বর্তমানে এই সেক্টরের সক্ষমতার অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন-বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাশাপাশি উদ্যোক্তার গুণাবলি বিকশিত করার লক্ষ্যে 'মাস্টার্স ইন ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড এনট্রেপ্রেনরশিপ' (এমআইএফই) শীর্ষক কোর্সটি যথাযথভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে "InM School of Inclusive Finance (ISIF)" নামে একটি শিক্ষা শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে- যার সহায়তায় এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির অধিভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই কোর্সটি চালু করা সম্ভব হবে।

মাস্টার্স প্রোগ্রামটি চালু করার মাধ্যমে আইএনএম শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

আইএনএম-এর প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা

একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, সামগ্রিক অর্থায়ন খাতের একটি বিশেষ অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক চাহিদা পূরণ করে তাঁদের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে, যা ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত হিসেবে পরিচিত। এই ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের পরিচালনা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসন ও ভবিষ্যৎ পথচলাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা সময়ের চাহিদা ছিল। এই চাহিদা মেটানোর প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে কি করে এই খাতকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের জন্য একটি অনন্য গবেষণামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ-এর অভিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আইএনএম আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এভাবেই, ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) তার পূর্ববর্তী নাম ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স নিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-এর আওতায় রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এ রেজিস্ট্রিভুক্ত হয় এবং ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত নিয়ে কাজের জন্য লক্ষ্য স্থির করে।

পরবর্তীতে ২০০৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে আইএনএম তার মূল দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। প্রাথমিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা দিয়ে পথচলা শুরু হলেও এর প্রধান লক্ষ্যগুলোর মাঝে আরো গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় ছিল-প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০০৯ সালে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম ও একমাত্র ক্ষুদ্র অর্থায়নের ওপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয়। এভাবেই, আইএনএম-এর মূল প্রায়োগিক কার্যক্রম হিসেবে গবেষণা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা শাখার কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে।

২০০৮ সালে আইএনএম পাঁচবছর মেয়াদি একটি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে যার প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন বা ভিশন ছিল "Towards establishing a poverty free world, InM sees itself as a frontline centre of excellence in knowledge creation and management." এর পাশাপাশি মিশন হিসেবে ছিল ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই খাতকে নিয়ে গবেষণা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান বা ফলাফলকে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া। সে লক্ষ্যসমূহকেই সামনে রেখে আইএনএম বরাবর কাজ করে গেছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৬ সালে নতুন আঙ্গিকে ও নতুন দর্শন নিয়ে আইএনএম কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।

এলক্ষ্যে সময়ের সাথে দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে প্রতিষ্ঠানটির কাজের পরিধি ও প্রসারতা অনেক বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় নাম পরিবর্তন করে ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে নতুন নাম "ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)" নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে আইএনএম তার প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন, মিশন ও লক্ষ্যসমূহেও অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পরিবর্তিত মিশন ও লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সামগ্রিক অর্থায়ন খাতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই সামগ্রিক অর্থায়নের মাঝে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন, তেমনই রয়েছে ব্যাংক, বীমাসহ সব ধরনের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থায়ন খাত। অন্যদিকে সামগ্রিক এই বিষয়টির দর্শনগত বা পুঁথিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি আইএনএম-এর চিন্তাধারা, লক্ষ্যে পৌঁছানোর কৌশল থেকে শুরু করে সম্পর্কোন্নয়নের সকল গুণকের মধ্যকার পরিবর্তনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নতুন পথযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ২০১৬ তে আইএনএম-এর প্রশাসনিক কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়, যার মাঝে রয়েছে-কম্পিউটার ও সফ্টওয়্যারভিত্তিক মানবসম্পদ তথ্য ব্যবস্থাপনা (HRIS) অর্থাৎ সফ্টওয়্যারে স্টাফের তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, সফ্টওয়্যারে স্টাফ উপস্থিতি সংরক্ষণ ও যাচাইকরণ, সফ্টওয়্যারে স্টাফ ছুটি আবেদন ও তথ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ; সফ্টওয়্যারভিত্তিক গাড়ি ও গাড়িচালক ব্যবস্থাপনা; সফ্টওয়্যারভিত্তিক পণ্যদ্রব্য বা স্টক ব্যবস্থাপনা; ক্রয় ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা; সফ্টওয়্যারভিত্তিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা। এরই ধারাবাহিকতায় অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনাকে আরো বিস্তৃত করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। যা প্রশাসনিক প্রতিটি কাজকে আরো সুচারুরূপে অল্প সময়ের মাঝে সাশ্রয়ীভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা প্রদান করবে।

প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালাসমূহ সময় ও প্রয়োজনের আলোকে পরিমার্জন করা হয়েছে এবং আরো দূরবর্তী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আইএনএম বর্তমানে দুটি দপ্তরে কার্যপরিচালনা করছে। প্রথমটি আগারগাঁও পিকেএসএফ ভবনে অবস্থিত প্রধান কার্যালয় যেখানে গবেষণা, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, অর্থ ও হিসাব এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অন্যটি আদাবর মনসুরাবাদে অবস্থিত সাততলা বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণার্থীর জন্য আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কক্সবাজার, কলাতলীতে অবস্থিত আইএনএম ৫০ শতক জায়গার উপর একটি আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপে অংশীদার হিসেবে থাকছে ইন্ট্রিগেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)। এ লক্ষ্যে 'ইনোভেশন ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (আইইডি)' নামে একটি কোম্পানি গড়ে তোলা হচ্ছে। ২০১৭ সালেই এই কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ (ফিন-বি) শীর্ষক একটি নেটওয়ার্ক গঠনের পরিকল্পনা ইতোমধ্যে আইএনএম পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। সামগ্রিক অর্থায়ন খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান এই নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবে এবং একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কাজ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে ফিন-বি সেই সুযোগ তৈরি করে দেবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, এভাবেই দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশী সময় পরে আইএনএম ২০১৭ সালে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রায় এক যুগের এই যাত্রায় সফলতাও যেমন আছে তেমনি আছে কিছু ব্যর্থতাও। দু'টির সংমিশ্রণে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন শেষে আইএনএম-এর আজকের এই অবস্থান। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত, কাঠামোগতভাবে সুসংবদ্ধ এবং মানবসম্পদ ও নীতিগতভাবে সুপরিকল্পিত হয়ে আইএনএম বর্তমানে একটি বিশেষ অবস্থান নিতে পেরেছে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের পাশাপাশি ব্যাংক, বীমা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আইএনএম-এর পরিচিতি তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আইএনএম-এর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুফল ভোগ করছে। সামগ্রিকভাবে ও কৌশল নির্ধারণে আইএনএম-এর গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এরই অংশ হিসেবে আইএনএম-এর প্রায়োগিক বিভাগগুলো বহুমুখী কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্রমশঃ নিজেদের পরিচিতি জাতীয় পর্যায়ে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এই সাফল্যের ধারক ও বাহক আইএনএম-এর পথ প্রদর্শকগণ, সকল স্টাফ এবং সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ। এ পথচলা আরো মসৃণ ও স্মৃতিমুখর হবে এটাই আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা।

এক নজরে আইএনএম-এর কার্যক্রম (২০০৬-২০১৬)



এক নজরে আইএনএম-এর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সমূহ (২০০৬-২০১৬)

গবেষণা লব্ধ ফলাফলভিত্তিক প্রকাশনা



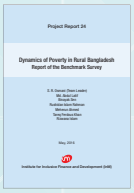



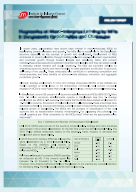







কনফারেন্স পেপারভিত্তিক প্রকাশনা








বই





জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ-এর নিয়মিত প্রকাশনা
























শিক্ষা বিভাগ-এর প্রকাশনা













ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা -১২০৭

আইএনএম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি-৩০, রাস্তা-৩, ব্লক-সি, মনসুরাবাদ আ/এ, আদাবর, ঢাকা -১২০৭